SPECIMEN MATERIAL

A-level
BENGALI

Paper 1 Reading and Writing

Specimen 2020 Morning Time allowed: 2 hours 30 minutes

Materials
Additional Answer Sheets if required.

Instructions
- Use black ink or black ball-point pen.
- Fill in the boxes at the foot of this page.
- Answer **all** questions in Section A and **one** question in Section B.
- You must answer the questions in the spaces provided. Do not write outside the box around each page or on blank pages.
- Do all rough work in this book. Cross through any work you do not want to be marked.

Information
- The marks for each question are shown in brackets.
- The maximum mark for this paper is 85.
- You must **not** use a dictionary.
- You should note that the quality of your written language in Bengali will be taken into account when marks are awarded.
- In the summary question you should write no more than 90 words. You should write in full sentences, using your own words as far as possible.
- If you need extra paper, use the Additional Answer Sheets.
- This paper is divided into two sections:

Section A	Reading and Translation	45 marks
Section B	Writing (Research Project)	40 marks

Advice
- You are advised to allocate your time as follows:

Reading and Translation	1 hour 15 minutes approximately
Writing (Research Project)	1 hour 15 minutes approximately

Please write clearly, in block capitals, to allow character computer recognition.

Centre number ☐☐☐☐☐ Candidate number ☐☐☐☐

Surname

Forename(s)

Candidate signature _____

Section A **Reading and Translation**

Answer all questions in the spaces provided

0 1 **কলেজ স্মৃতি**

একটি বাংলা সাহিত্য পত্রিকায় কলেজ স্মৃতি সম্পর্কে এই গল্পটির অংশবিশেষ তুমি পড়ছো।

আমাদের কলেজটা এমনি যে পড়তে না চাইলেও জোর করে পড়ায়, পড়া আদায়ও করে নেয়। লেখাপড়ায় ফাঁকি দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। প্রতি মাসে আমাদের বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা হয়। পরীক্ষায় একটা নির্দিষ্ট নম্বরের চাইতে কম নম্বর পেলে কলেজ থেকে চলে যেতে হয়, কিংবা অভিভাবকদের ডেকে এনে নাজেহাল করা হয়।

আমি তখন কলেজের দ্বিতীয় বর্ষে পড়ি| আমাদের বাংলা ক্লাশ নিতেন জামান স্যার| বলিষ্ঠ মাঝারি গড়ন, চোখে পুরু লেন্সের চশমা। গম্ভীর প্রকৃতির কিন্তু সৌখিনতায় আপাদমস্তক ঢাকা। সিল্কের পাজামা-পাঞ্জাবীর ওপর বঙ্গবন্ধু কোট, বেশ লাগে দেখতে। জামান স্যার আমাদের পড়াতেন ''পদ্মানদীর মাঝি'' ও রবী ঠাকুরের ''শেষের কবিতা''। তিনি এতো সহজ ও সরল ভাষায় বোঝাতেন যে মাঝির প্রেম বা অমিত-লাবণ্যের দুর্বোদ্ধ্য প্রেমও যেন শিহরণ জাগাতো তরুণ-তরুণীদের হৃদয়ে। কীভাবে কোথা দিয়ে যে সময় পার হয়ে যেতো বুঝতেই পারতাম না।

একদিন যথারীতি স্যার ক্লাশ নিতে এলেন। একনাগাড়ে ছয়টা ক্লাশের পরে বাংলা ক্লাশে আমরা সবাই তখন ক্লান্ত। পাশ থেকে বন্ধু সোহেল বললো, ''আয়, কাটা-গোল্লা খেলি।'' খাতা-কলম নিয়ে খেলা শুরু করে দিলাম দুজনে। কতোক্ষণ পরপরই তাকাচ্ছি স্যারের দিকে। দশ মিনিট কেটে গেলো। হঠাৎ দেখি স্যার পড়ানো বন্ধ করে আমাদের দিকেই তাকিয়ে আছেন। ভয়ে হাত-পা কাঁপতে লাগলো আমাদের। তিনি এগিয়ে এসে আমাদের দুজনের পরিচয়পত্র নিয়ে তাঁর জায়গায় ফিরে গেলেন। তারপর উচ্চকণ্ঠে বললেন, ''এদিকে এসে ঘুরে দাঁড়াও।'' বুঝলাম কপাল মন্দ আজ। ঘুরে দাঁড়ালাম আমরা। ভয় হলো, পরিচয়পত্র ফেরৎ পাবো তো? না হলে আগামীকাল কলেজে ঢুকতে পারবো না। একদিন কলেজে না গেলে পঁচিশ টাকা জরিমানা। একনাগাড়ে পাঁচদিন না গেলে কলেজ থেকে নাম কাটা যাবে। ছুটির ঘন্টা পড়লো। অন্যান্য ছাত্রছাত্রীরা বের হয়ে গেলে স্যার আমাদের পরিচয়পত্র ফেরৎ দিলেন। সস্নেহে দুজনের কাঁধে হাত রেখে বললেন, ''যাও, এমনটি আর কখনো কোরো না।''

প্রশ্নগুলোর উত্তর বাংলায় লেখো। তোমার উত্তরগুলো সবসময় সম্পূর্ণ বাক্যে না লিখে সংক্ষেপে লেখার চেষ্টা করবে।

0 1 . 1 লেখকের কলেজে লেখাপড়ার চাপ কেমন ছিলো ? (**দুটি** বিষয় লেখো)

[2 marks]

0 1 . 2 বাংলা শিক্ষকের পড়ানোর বিষয়ে লেখক কী কী মন্তব্য করেছেন ? (**দুটি** বিষয় লেখো)

[2 marks]

0 1 . 3 লেখক সেদিন বাংলা ক্লাশে কী করেছিলেন ? এর প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিলো ? (**দুটি** বিষয় লেখো)

[2 marks]

0 1 . 4 লেখক কেন বিশেষ করে চিন্তিত হলেন? (**দুটি** কারণ দাও।)

[2 marks]

0 2 **আগামী দিনের বাংলাদেশ**

বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে একজন যুবনেতার মন্তব্য তুমি ব্লগে পড়ছো।

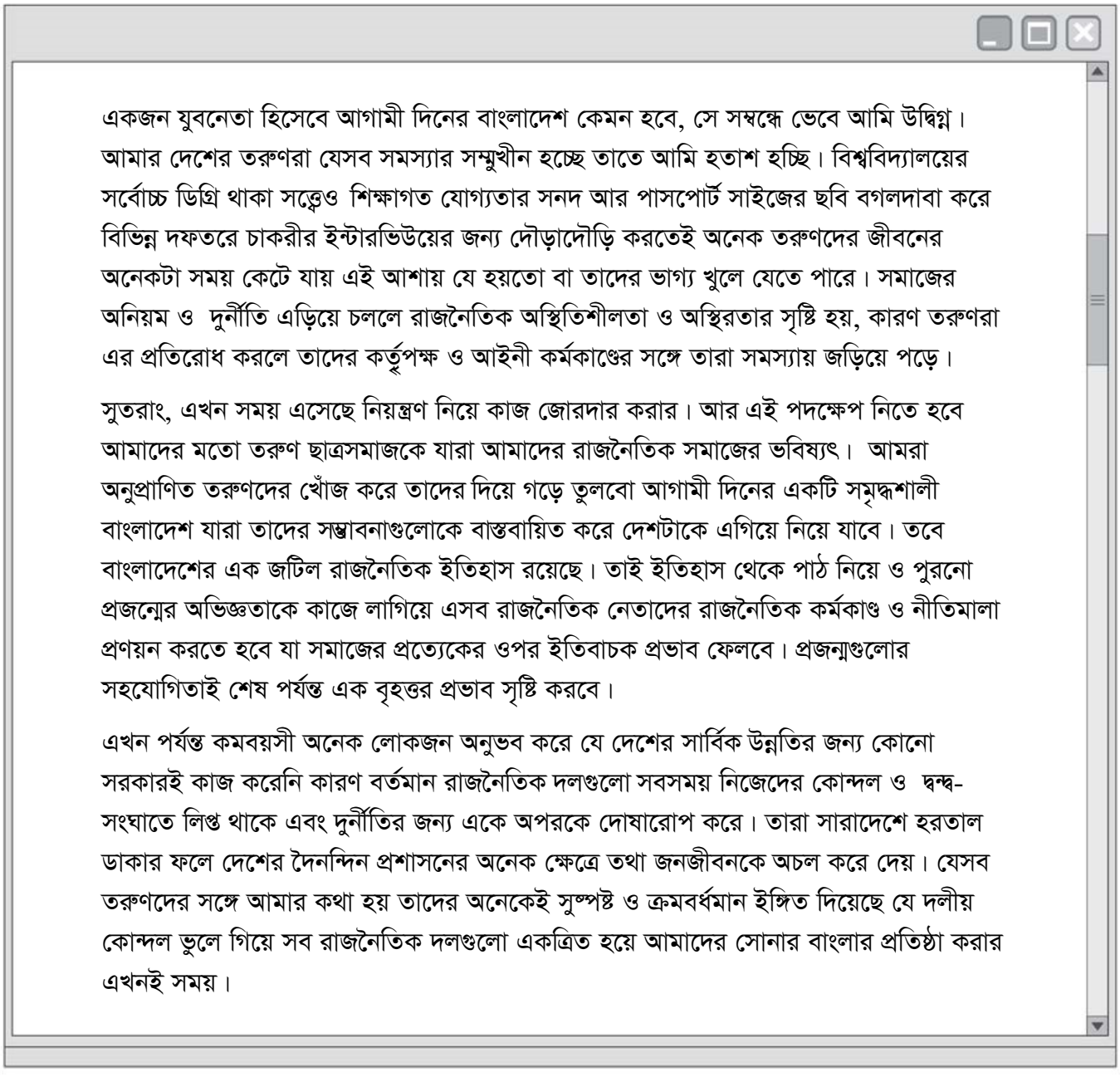

একজন যুবনেতা হিসেবে আগামী দিনের বাংলাদেশ কেমন হবে, সে সম্বন্ধে ভেবে আমি উদ্বিগ্ন। আমার দেশের তরুণরা যেসব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তাতে আমি হতাশ হচ্ছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি থাকা সত্ত্বেও শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ আর পাসপোর্ট সাইজের ছবি বগলদাবা করে বিভিন্ন দফতরে চাকরীর ইন্টারভিউয়ের জন্য দৌড়াদৌড়ি করতেই অনেক তরুণদের জীবনের অনেকটা সময় কেটে যায় এই আশায় যে হয়তো বা তাদের ভাগ্য খুলে যেতে পারে। সমাজের অনিয়ম ও দুর্নীতি এড়িয়ে চললে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও অস্থিরতার সৃষ্টি হয়, কারণ তরুণরা এর প্রতিরোধ করলে তাদের কর্তৃপক্ষ ও আইনী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তারা সমস্যায় জড়িয়ে পড়ে।

সুতরাং, এখন সময় এসেছে নিয়ন্ত্রণ নিয়ে কাজ জোরদার করার। আর এই পদক্ষেপ নিতে হবে আমাদের মতো তরুণ ছাত্রসমাজকে যারা আমাদের রাজনৈতিক সমাজের ভবিষ্যৎ। আমরা অনুপ্রাণিত তরুণদের খোঁজ করে তাদের দিয়ে গড়ে তুলবো আগামী দিনের একটি সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ যারা তাদের সম্ভাবনাগুলোকে বাস্তবায়িত করে দেশটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। তবে বাংলাদেশের এক জটিল রাজনৈতিক ইতিহাস রয়েছে। তাই ইতিহাস থেকে পাঠ নিয়ে ও পুরনো প্রজন্মের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এসব রাজনৈতিক নেতাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে যা সমাজের প্রত্যেকের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। প্রজন্মগুলোর সহযোগিতাই শেষ পর্যন্ত এক বৃহত্তর প্রভাব সৃষ্টি করবে।

এখন পর্যন্ত কমবয়সী অনেক লোকজন অনুভব করে যে দেশের সার্বিক উন্নতির জন্য কোনো সরকারই কাজ করেনি কারণ বর্তমান রাজনৈতিক দলগুলো সবসময় নিজেদের কোন্দল ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত থাকে এবং দুর্নীতির জন্য একে অপরকে দোষারোপ করে। তারা সারাদেশে হরতাল ডাকার ফলে দেশের দৈনন্দিন প্রশাসনের অনেক ক্ষেত্রে তথা জনজীবনকে অচল করে দেয়। যেসব তরুণদের সঙ্গে আমার কথা হয় তাদের অনেকেই সুস্পষ্ট ও ক্রমবর্ধমান ইঙ্গিত দিয়েছে যে দলীয় কোন্দল ভুলে গিয়ে সব রাজনৈতিক দলগুলো একত্রিত হয়ে আমাদের সোনার বাংলার প্রতিষ্ঠা করার এখনই সময়।

0 2 **বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ** :

ব্লগটি পড়ে যা বুঝেছো সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে নিচের বিষয়গুলো উল্লেখ করে সম্পূর্ণ বাক্যে **বাংলায়** প্রায় ৯০ শব্দে একটি অনুচ্ছেদ লেখো।

- বাংলাদেশী তরুণদের সমস্যাদি (**দুটি** সমস্যা) **[2 marks]**
- অবস্থার উন্নতির জন্য তরুণ সমাজের করণীয় (**দুটি** বিষয়) **[2 marks]**
- বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি (**তিনটি** বিষয়) **[3 marks]**

মনে রেখো! সুন্দর ভাষা ব্যবহারের জন্য অতিরিক্ত ৫ নম্বর রয়েছে। **[5 marks]**

কাজেই যথাসম্ভব তোমার নিজের ভাষায় লেখার চেষ্টা করবে।

0 3 **বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাস**

তুমি বাংলা ওয়েবসাইটের ব্লগে বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাস সম্পর্কে পড়ছো।

ব্রিটিশ শাসনকালে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে - কলকাতায় ১৮৮৬ সালে বাংলা চলচ্চিত্রের আবির্ভাব। এগুলো ছিলো বায়স্কোপ। একে গ্রহণ করা অনেকের পক্ষেই ছিলো এক বিস্ময়কর ব্যাপার এবং এর নানা রকম প্রতিক্রিয়াও তখনকার সমাজে ছিলো অবশ্যম্ভাবী। ঐ সময় বঙ্গদেশে বায়স্কোপ দেখাতো বিদেশী কম্পানিগুলো। তবে এর বৃহত্তর প্রভাব পড়েছিলো তখনই যখন হীরালাল সেন নামে ঢাকার একজন বাঙালি লোক ব্যাপকভাবে বাঙালিদের সিনেমা দেখানোর জন্য তাঁর নিজের একটি বায়স্কোপ কম্পানির প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০১ সাল থেকে তিনি নির্বাক চলচ্চিত্র তৈরি করতে আরম্ভ করেন এবং এগুলোকে পূর্ববঙ্গের অনেক জায়গা থেকে স্বাগত জানানো হয়। ১৯১৩-১৪ সালে ঢাকায় পিকচার হাউস নামে একটি সিনেমা হল স্থাপিত হয়। তবে সেখানে নিয়মিত প্রদর্শনী হতো না যার ফলে প্রথম দিকের এসব চলচ্চিত্র দেখার সুযোগ উৎসুক দর্শকরা হারাতো। দেশ বিভাগের পর এর নাম হয় শাবিস্তান। ঢাকায় তখন থেকে চলচ্চিত্র তৈরি করারও উদ্যোগ নেওয়া হয়। ১৯৫৬ সালে পূর্ববঙ্গে নির্মিত প্রথম চলচ্চিত্রের নাম ছিলো মুখ ও মুখোশ যেটা এক বিশাল অভ্যর্থনা পেয়েছিলো। তবে তখন ঢাকায় কোনো স্টুডিও কিংবা যোগ্যতাসম্পন্ন লোকজন বিশেষ না থাকায় এই ছবির কাজ করাচির এক স্টুডিও থেকে সম্পন্ন করতে হয়েছিলো। ষাটের দশকে পূর্ব পাকিস্তানে বেশ কিছু চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছিলো। এসব ছবির বেশিরভাগই ছিলো লোককাহিনী এবং গ্রামীণ জীবনভিত্তিক যেগুলো অধিক জনপ্রিয় সমকালীন বিষয়ভিত্তিক সফল ছবিগুলো থেকে অনেক কম জনপ্রিয় ছিলো। লোকজন বাস্তবতা থেকে সরে গিয়ে দৈনন্দিন জীবনের ফাঁদ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য এক ভিন্ন জগতে প্রবেশের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলো। একই সময়ে পশ্চিম বঙ্গের পরিচালক সত্যজিৎ রায় পথের পাঁচালি, অপুর সংসার আর চারুলতার মতো কিছু বাংলা সিনেমা লোকজনকে উপহার দিয়ে খ্যাতির শিখরে উঠলেন। কাজেই সাহিত্য ও সঙ্গীতের মতো চলচ্চিত্রেও তখনকার পূর্ব বঙ্গ সারা বিশ্ব থেকে অনেক পিছিয়ে রইলো যা সাধারণ বাঙালি লোকজনের জন্য বাস্তবিকই ছিলো লজ্জাজনক ব্যাপার। সৌভাগ্যক্রমে, সেদিন আর নেই বরং বাংলা চলচ্চিত্র আজ পুরস্কার ও স্বীকৃতিলাভ করে বিশ্বজোড়া খ্যাতিলাভ করছে।

নিচের প্রতিটি বাক্যের নিচের বাক্সে লেখো:

স = সত্য

মি = মিথ্যা

? = উল্লেখ নেই

0 3 . 1 সমাজের সকলেই নতুন বায়স্কোপকে স্বাগত জানায়নি।

[1 mark]

0 3 . 2 অনেক দক্ষ কারিগর ঢাকা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে আসে।

[1 mark]

0 3 . 3 পূর্ব পাকিস্তানে নির্মিত প্রথম বাংলা চলচ্চিত্র অবশেষে করাচির স্টুডিওতে সম্পন্ন হয়।

[1 mark]

0 3 . 4 ষাটের দশকে নির্মিত পূর্ব পাকিস্তানের চলচ্চিত্রগুলোর অধিকাংশই ছিলো সমকালীন বিষয়ভিত্তিক।

[1 mark]

0 3 . 5 সিনেমা দেখে সাধারণ লোকজন ভিন্ন জীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে।

[1 mark]

0 3 . 6 সত্যজিৎ রায় নির্মিত ছবিগুলো ছিলো শুধুমাত্র জনপ্রিয় সাহিত্য ও সঙ্গীত সম্বন্ধে।

[1 mark]

0 3 . 7 সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রগুলো পূর্ব বাংলার লোকজন উপভোগ করেনি।

[1 mark]

0 3 . 8 সাহিত্য ও সঙ্গীতের ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলা সারা বিশ্বের তুলনায় এগিয়ে ছিলো।

[1 mark]

০ ৪ **টেলিমেডিসিন**

বাংলা সংবাদপত্রের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত টেলিমেডিসিন সম্বন্ধে এই লেখাটি তুমি পড়ছো।

টেলিমেডিসিন হচ্ছে আধুনিক কালের আরেকটি প্রযুক্তি যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব সম্পর্কে বিভিন্ন প্রজন্মের মধ্যে মিশ্র অভিমত সৃষ্টি করেছে। এর মাধ্যমে রোগীরা বাড়িতে বা কাজের জায়গায় বসে ডাক্তার বা বিশেষজ্ঞের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতে পারে। সুতরাং, দূর থেকে অনলাইন প্রযুক্তির মাধ্যমে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে স্বাস্থ্য সম্পর্কে আলোচনা, পরামর্শ ও তথ্য আদান-প্রদান করার পদ্ধতি হচ্ছে টেলিমেডিসিন। স্মার্টফোনের মাধ্যমে পারস্পরিক সক্রিয় ভিডিওতে উন্নততর সংযোগ ও তাৎক্ষণিক রোগ নির্ণয়ের পদ্ধতি চালু হওয়ার জন্য এটা সবার পছন্দনীয় হয়ে উঠেছে।

যেকোনো নতুন প্রযুক্তির মতোই এর কতোগুলো সুবিধা এবং অসুবিধা আছে। কোনো কোনো চিকিৎসক মনে করেন যেসব অঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবার বিশেষ সুযোগ নেই সেসব অঞ্চলে টেলিমেডিসিন সর্বাপেক্ষা ফলপ্রসু হয়, যেমন কোনো বিচ্ছিন্ন এলাকা যেখানে যানবাহনের অসুবিধা হতে পারে কিংবা জরুরী চিকিৎসা সেবার প্রয়োজন। তবে অন্যদিকে কেউ কেউ মনে করেন যে সবাই যেন সমানভাবে চিকিৎসা সেবা পেতে পারে সেজন্য আরও চেষ্টা চালাতে হবে। যেসব লোকজন ব্যস্ত জীবনযাপন করে তাদের পক্ষে বিশেষ করে রুটিন চিকিৎসা পরামর্শ ও সমস্যাদির জন্য ছুটি নেওয়া অসুবিধাজনক হতে পারে। এই উদ্যোগের অর্থ হতে পারে যে চিকিৎসা সেবা যেখানে দেওয়া উচিৎ সেখানে দেওয়া হয় না যা অনেক ক্ষেত্রেই অনাকাঙ্খিত। চিকিৎসকদের অনলাইনে যোগাযোগ করার জন্য কাজ থেকে ছুটি নেওয়ার প্রয়োজন হয় না এবং রোজকার জীবনে বিঘ্নও সৃষ্টি হয় না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন দেশের চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের সঙ্গেও যোগাযোগ সম্ভব হয়।

অন্যদিকে, আবার কোনো কোনো চিকিৎসক মনে করেন টেলিমেডিসিনের অনেক ঝুঁকি ও অসুবিধা রয়েছে এবং সমাজ একে ব্যাপকভাবে স্বাগত জানানোর জন্য প্রস্তুত নয়। ইন্টারনেটের মাধ্যমে পরামর্শ গ্রহণ সমাজের কতিপয় লোকজনের জন্য ব্যয়বহুল হতে পারে। আরেকটি সমস্যা হলো সফলভাবে সব অংশগ্রহণকারীদের অংশ নেওয়ার জন্য উন্নতমানের সংযোগ ব্যবস্থা। আরেকটি ঝুঁকি হলো যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ছাড়া রোগীর সম্ভাব্য মারাত্মক পরিণতি হতে পারে। এসব উদ্বেগ সত্ত্বেও এখনকার জনগণের অধিকাংশই মনে করে যে টেলিমেডিসিনই আধুনিক স্বাস্থ্যসেবার ভবিষ্যৎ এবং প্রযুক্তির ব্যাপক অগ্রগতি ও সময়ের সাথে সাথে বর্ধিত আকারে ইন্টারনেটের লভ্যতা এই সমস্যাদি নিরসনে অবশ্যই সহায়ক হবে। পরামর্শের ফিস কতো হবে সেটা এখনও আলোচনা সাপেক্ষ, তবে এটা মুখোমুখি পরামর্শের মতোই হবে।

প্রশ্নগুলোর উত্তর বাংলায় লেখো। তোমার উত্তরগুলো সবসময় সম্পূর্ণ বাক্যে না লিখে সংক্ষেপে লেখার চেষ্টা করবে।

0 4 . 1 স্মার্টফোনগুলো এই প্রযুক্তিগত উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করছে কেন?

[1 mark]

0 4 . 2 এই সেবা কেন মুখোমুখি পরামর্শের প্রতি হুমকিস্বরূপ হতে পারে? (দুটি কারণ দাও)

[2 marks]

0 4 . 3 লেখক কেন স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন?

[1 mark]

0 4 . 4 লেখক কেন মনে করেন যে টেলিমেডিসিনের বর্ধিত ব্যবহার অবশ্যম্ভাবী? (**দুটি** বিষয় লেখো)

[2 marks]

0 4 . 5 গরিব লোকজনের জন্য ইন্টারনেটে পরামর্শদান কি মুখোমুখি পরামর্শদানের চাইতে আরও ভালো হবে বলে তুমি মনে করো? যুক্তি দিয়ে লেখো।

[1 mark]

0 5

বাঙালিদের অতিথিপরায়ণতা

বাংলা ওয়েবসাইটের ব্লগে তুমি এই লেখাটি পড়ে **ইংরেজিতে** অনুবাদ করো।

অতিথিপরায়ণতা বাঙালি সংস্কৃতির একটি অংশ। বাড়িতে একজন অতিথি এলে পরিবারের লোকজন খুব খুশি হয়। সবাই মিলে অতিথি আপ্যায়নে ব্যস্ত হয়। বেশিরভাগ বাঙালি চায় তাদের অতিথিরা যেন সুন্দরভাবে সময় কাটায় এবং আতিথেয়তা পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করে। বাঙালিদের মধ্যে অবশ্য কেউ কেউ বিদেশী অতিথিদের সাদরে আমন্ত্রণ জানাতে আগ্রহী কারণ আমন্ত্রিত অতিথিদের সাথে তারা বন্ধুত্বসুলভ সম্পর্ক গড়তে চায়। এসব অতিথি প্রথমেই পরিবারের সবার সাথে পরিচিত হয়। তারপর পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে বাঙালিদের খাওয়াদাওয়া, প্রথা ও বাঙালি সংস্কৃতিকে ধীরে ধীরে জানার সুযোগ পায়। তাই তারা বাঙালিদের আতিথ্য-গ্রহণে নিজেদেরকে ধন্য মনে করে। আন্তরিক চেষ্টা করে বাঙালি সমাজে নিজেদের সংস্কৃতিকেও তুলে ধরতে। এতে দুই সংস্কৃতির বিনিময় হয়। বাঙালিদের অতিথিপরায়ণতাও এতে দৃঢ় হয়।

[10 marks]

END OF SECTION A

Blank page

Section B Writing (Research Project)

Answer the question on the research topic you have studied. You must answer on **one** research topic only.

Either

0 6 **The role of women in Bengali society**

or

0 7 **Child labour in Bengali society**

or

0 8 **Tourism in Bengali-speaking countries**

or

0 9 **Emergence of Bangladesh**

For each research topic there is a reading passage and an essay title.

Using the information from the reading passage and linking this information to your own research, write an essay in **Bengali** of approximately **300 words**.

The marks are allocated as follows:

10 marks for comprehension of the reading passage
10 marks for quality of language
20 marks for cultural knowledge

Total: 40 marks

0 6 The role of women in Bengali society

নারী স্বাধীনতা

বিশ্বজুড়ে আজ নারী স্বাধীনতা নিয়ে নানান তর্ক-বিতর্ক চলছে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের মহিলারাও নারী স্বাধীনতার পক্ষে আন্দোলন করছেন। যেসব কর্মজীবী মহিলা ঘরে-বাইরের দায়িত্বগুলো সমানভাবে পালন করছেন তাঁরা নারী স্বাধীনতা নিয়ে কী ভাবছেন এটা ছিলো এবারের নারী দিবসের আলোচনার বিষয়। কেউ কেউ মনে করেন, নারী স্বাধীনতা মানে পুরুষের প্রতি বিদ্বেষ নয় বা নিজেদেরকে তাদের চেয়ে উত্তম ভাবা নয়। বরং নারীকে তার প্রাপ্য মর্যাদা দেওয়া, তাকে তার নিজের মতো করে বাঁচতে দেওয়া। কিন্তু কজন নারী এই অধিকার পাচ্ছে? নারীদের এই দুরবস্থার জন্য দায়ী মূলত ওদের পরিবারের লোকজন। অনেক পরিবারেই মেয়েদেরকে ছেলেদের সমতুল্য মনে করে না। বিধি নিষেধের গণ্ডীর মধ্যে তাদেরকে চলতে হয়। ফলে তারা বেড়ে ওঠে একধরনের ভীতিজনক পরাধীন মানসিকতায়। এই পরিস্থিতি থেকে বের হয়ে আসার জন্য সবচেয়ে জরুরি হলো নিজেদের গুরুত্ব সম্পর্কে আত্মসচেতন হওয়া। বলিষ্ঠভাবে সবরকম বাধা-বিপত্তির মোকাবেলা করা ও স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া। তবে স্বাধীনতা মানে উচ্ছৃঙ্খলতা নয়।

একজন নারীকে ঘরে এবং বাইরে দুইদিকেই সময় দিতে হয়। মেয়েরা সংসার সামলানোর পাশাপাশি বাইরেও কাজ করে। অর্থনৈতিকভাবে পরিবারকে সাহায্য করে। এর জন্য প্রয়োজন শিক্ষার। একজন শিক্ষিত নারীই তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে পুরুষশাসিত সমাজের প্রচলিত প্রথার হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে এবং সংসার সুষ্ঠুভাবে চালাতে পারে।

এটা অবশ্য ভুলে গেলে চলবে না যে নারী একজন মা। সন্তান প্রতিপালনে মায়ের দায়িত্ব বাবার চেয়ে অনেক বেশি। সন্তানরাও বড়ো হয়ে মাকে সমান মর্যাদা দেবে। তবে একজন কর্মজীবী নারীর মা হওয়া যেমন চ্যালেঞ্জের বিষয় তেমনি সৌভাগ্যেরও। কেউ কেউ মনে করেন, কর্মজীবী মায়েরা সন্তানদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করলেও ওদেরকে সময় না দিতে পারার একটা অপরাধবোধ এসব মায়েদের আচ্ছন্ন করে রাখে।

0 6

উপরের নিবন্ধ থেকে তথ্য ব্যবহার করে এবং এই তথ্য তোমার নিজের গবেষণায় যোগ করে **বাংলায়** প্রায় ৩০০ শব্দে একটি রচনা লেখো।

বাঙালি সমাজে নারীদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির কতোখানি পরিবর্তন হয়েছে? তোমার মতামত সহকারে আলোচনা করো।

[40 marks]

0 7 Child labour in Bengali society

বাংলাদেশে শিশুশ্রম

৬ বছরের বাবুল যখন কাজে আসে তখন রাত ২টা, পৌষ মাসের মাঝামাঝি সময়। তখন একটু ঠাণ্ডা লাগে তার। তারপর ইটের ভাটায় শুকনো ইট জড়ো করে পোড়ানোর সময় ঠাণ্ডা চলে যায় তার। তাই গরম কাপড় পরা হয় না। যে সময়টাতে আর দশটা শিশুর মতো লেপ, কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে থাকার কথা, ঠিক সে সময়ে রাতের আঁধার উপেক্ষা করে ইটের ভাটায় কর্মচঞ্চল হয়ে ওঠে একদল শিশু ও নারী। জানুয়ারি মাসে নতুন বই আর নতুন ক্লাশের আনন্দ স্পর্শ করে না ৬ বছরের বাবুল, ৯ বছরের মামুন, ১১ বছরের জাহিদ সহ শত শিশুকে। এবছরে বই উৎসবে ৩৬ কোটিরও বেশি বই বিতরণ করা হলেও ওদের জন্য আসেনি একটিও।

ইটের ভাটায় কাজ করে এসব শিশুদের আয় হয় সপ্তাহে দেড়শো থেকে দুশো টাকা। মামুন ও জাহিদ দুই ভাই। ভোর রাত থেকে সকাল ১০টা পর্যন্ত কাজ চলে। তারপর দুই ঘন্টা ছুটি খাওয়া আর গোসলের জন্য। আবার কাজ শুরু হয়ে চলে সন্ধ্যা পর্যন্ত। সপ্তাহে একদিন ছুটি, তবে সেইদিনও ভোরবেলাটা কাজ করতে হয়। ছোটোখাটো অসুখ-বিসুখ হলে এসব শিশুরা ডাক্তার দেখায় না। এদের মধ্যে কেউ কেউ বংশ পরম্পরায় এই কাজ করে। কেউ আবার নতুন করে কাজে ঢোকে। কারো কারো স্কুলে না যাওয়া নিয়ে আক্ষেপ থাকলেও আবার কেউ কেউ মনে করে স্কুলের লেখাপড়া তাদের জন্য নয়। এসব ইটভাটাতে লেখাপড়ার সুযোগ নেই। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অনেক দূরে। সেখানে এসব ভাসমান শিশু পড়তে যায় না।

বর্তমান সরকার এদের প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে আগ্রহী। তবে সরকারের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম থাকলেও লাখ লাখ ভাসমান শিশুকে রাতারাতি আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় আনা সম্ভব নয়। তবে বিশ্বজুড়ে আজ সর্বস্তরের লোকজন এই শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। যে পর্যায়ে আমরা আজ ডিজিটাল বাংলাদেশের কথা বলছি সেই একই পর্যায়ে এদেশের শিশুশ্রম বন্ধ করে এসব ভাসমান লাখলাখ শিশুদের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে হবে। এরাইতো হবে আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক।

0 7

উপরের নিবন্ধ থেকে তথ্য ব্যবহার করে এবং এই তথ্য তোমার নিজের গবেষণায় যোগ করে **বাংলায়** প্রায় ৩০০ শব্দে একটি রচনা লেখো।

বাংলা ভাষাভাষী দেশগুলোতে শিশুশ্রমের ইতিহাস এবং এই সমস্যা নিরসনে যে কর্মকাণ্ড নেওয়া হয়েছে তা কতোদূর ফলপ্রসূ হয়েছে বলে তুমি মনে করো? আলোচনা করো।

[40 marks]

0 8 Tourism in Bengali-speaking countries

রেস্টুরেন্ট সংস্কৃতি

সারা পৃথিবীর লোকজন বাঙালি ভাষাভাষী দেশগুলোর অনেক অঞ্চল ও এলাকার খাওয়াদাওয়ার মাধ্যমে সেখানকার সংস্কৃতির জ্ঞান বৃদ্ধি করতে সক্ষম। সপ্তদশ শতাব্দীতে কলকাতার কাবাব এবং কাশ্মীর থেকে আনা মশলাপাতির মতো উপাদেয় ও প্রসিদ্ধ খাবার যা শত শত বছর ধরে খাওয়ার প্রচলন হয়ে আসছে সেসব খাবারের স্বাদগ্রহণের জন্য তারা এখানে আসে। ভাত, মাছ, তরকারী ও আচারের মতো ঐতিহ্যপূর্ণ খাদ্য সামগ্রী সবসময় বাঙালির পরিচয়কে শক্তিশালী করেছে এবং আজকে তাদের জনপ্রিয়তা বজায় রেখেছে। অনেক সংস্কৃতির অঞ্চলগুলোকে তাদের রান্নাবান্নার পদ্ধতির মাধ্যমে প্রায়ই নির্দ্দিষ্ট করা যেতে পারে।

খাবার অত্যন্ত দৃষ্টিনির্ভর এবং স্থানীয় বাংলা খাবারের ছবি ও প্রতিশ্রুতির সঙ্গে স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন দ্রব্য-সামগ্রী ও ঐতিহ্যপূর্ণ রান্নার পদ্ধতির প্রচার প্রায়ই সেই এলাকাকে পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য ব্যবহৃত হয় যা পর্যটকদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান বলে গবেষণায় দেখা গেছে। সাম্প্রতিক বিপণন জরিপ অনুযায়ী স্থানীয় খাবার হচ্ছে গন্তব্যের আবেদনের একটি মৌলিক উপাদান। অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাগুলোর এক পর্যায়ে আঞ্চলিক খাওয়াদাওয়া টেকসই পর্যটনের জন্য একটি প্রধান হাতিয়ার, বিশেষত বাঙালি রেস্টুরেন্টগুলো ও দর্শনীয় স্থানগুলোর সঙ্গে সারা বিশ্বে অনলাইনে বিপণনের উপাদানগুলোর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

ভ্রমণকালে প্রসিদ্ধ দর্শনীয় স্থানগুলো দেখার সুযোগও পর্যটকদের রয়েছে।, যা পর্যটন শিল্পে চাকরী সৃষ্টির মাধ্যমে সেসব অঞ্চলের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধশালী করবে। এটা অধিকতর গ্রামীণ এলাকাগুলোর জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ যেসব জায়গার অনেক যুবকই বেকার। পর্যটনের মাধ্যমে সৃষ্ট চাহিদাগুলো পূরণের জন্য স্থানীয় কৃষকরা রেস্টুরেন্টে তাদের পণ্য বিক্রি করতে সক্ষম হয়। নির্দ্দিষ্ট ধরনের এসব পণ্যের চাহিদা স্থানীয় অর্থনীতিতে বিরাট প্রভাব ফেলতে পারে।

0 8

উপরের নিবন্ধ থেকে তথ্য ব্যবহার করে এবং এই তথ্য তোমার নিজের গবেষণায় যোগ করে **বাংলায়** প্রায় ৩০০ শব্দে একটি রচনা লেখো।

বাংলা ভাষাভাষী দেশগুলোতে পর্যটন হচ্ছে সবচেয়ে দ্রুত বেড়ে ওঠা শিল্পগুলোর মধ্যে একটি। এই পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে আঞ্চলিক খাওয়াদাওয়া কতোটুকু অবদান রেখেছে তার মূল্যায়ন করো।

[40 marks]

0 9 Emergence of Bangladesh

ভাষা আন্দোলন

ভাষা আন্দোলন হচ্ছে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রিয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার দাবীতে সংগঠিত গণআন্দোলন। ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের সমাপ্তি হয় এবং ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। কিন্তু পাকিস্তানের দুই অংশ - পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান ছিলো সম্পূর্ণ ভিন্ন সংস্কৃতির। স্বাধীনতা লাভের পরপরই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে এ নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ বলেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। এদিকে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের পক্ষ থেকে দাবী ওঠে, বাংলাকেও অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করতে হবে। কিন্তু পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী বাংলা ভাষার এই দাবীকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে। এতে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজ ও বুদ্ধিজীবী মহল ক্ষুব্ধ হন। তাঁরা সভা ও মিছিল করে রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই শ্লোগানে তাদের প্রতিবাদ অব্যাহত রাখেন।

১৯৪৮ সালের মার্চের মাঝামাঝি পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পূর্ব পাকিস্তান সফরে এসে ঢাকায় বক্তৃতা দেওয়ার সময়ে আবারও উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দেন। ঐ সময়ে ভাষা আন্দোলন সারা পূর্ব পাকিস্তানে ছড়িয়ে পড়ে। বাঙালিদের মধ্যে বঞ্চনা ও শোষণের অনুভূতি ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। শোষণের বিরুদ্ধেও তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ একুশে ফেব্রুয়ারি সারা পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল, জনসভা ও বিক্ষোভ মিছিল বের করে। ঢাকা শহরের হাজার হাজার শিক্ষার্থীরা ‘‘রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই” শ্লোগান দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসলে পুলিশ তাদের মিছিলের ওপর লাঠিচার্জ করে এবং গুলি চালায়। গুলিতে রফিক, বরকত, জব্বার ও সালামসহ অনেক বাঙালি শহীদ হন। অনেক ছাত্রনেতা ও রাজনীতিবিদও গ্রেপ্তার হন। গণবিক্ষোভ যখন চরমে তখন গণপরিষদ বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এরপর থেকে প্রতি বছর ২১শে ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষার জন্য বাঙালিদের সেই আত্মত্যাগকে স্মরণ করে দিনটি উদযাপন করা হয়। ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ইউনেস্কো ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করে। এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন আন্তর্জাতিকভাবে মর্যাদা লাভ করে।

0 9

উপরের নিবন্ধ থেকে তথ্য ব্যবহার করে এবং এই তথ্য তোমার নিজের গবেষণায় যোগ করে **বাংলায়** প্রায় ৩০০ শব্দে একটি রচনা লেখো।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে কতিপয় ঘটনা প্রবাহ ও ভাষা আন্দোলন কতোটা প্রভাব ফেলেছে? সে সম্পর্কে তোমার অভিমত দিয়ে পর্যালোচনা করো।

[40 marks]

END OF QUESTIONS

There are no questions printed on this page

DO NOT WRITE ON THIS PAGE

ANSWER IN THE SPACES PROVIDED

There are no questions printed on this page

DO NOT WRITE ON THIS PAGE

ANSWER IN THE SPACES PROVIDED

There are no questions printed on this page

DO NOT WRITE ON THIS PAGE

ANSWER IN THE SPACES PROVIDED

Copyright © 2017 AQA and its licensors. All rights reserved.